শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী

গুরুভ্রাতা মনীষী শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় যিনি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের (গন্ধবাবা) জীবনীকার ছিলেন, তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃক লিখিত পত্রাবলী। পত্রাবলীতে কখনো কখনো জ্ঞানগঞ্জের ভাষা ও শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পত্র নং (৯)

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম।

এ পর্য্যন্ত যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা এত বিচিত্র ও জটিল যে অর্থানুসন্ধান দ্বারা তাহার তাৎপর্য্য নিষ্কর্ষণ করিয়া উহার ভাষা মুখে প্রকাশ করা কঠিন। পারিভাষিক শব্দ প্রতি পদে পদে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল পরিভাষার অর্থ আবিষ্কার করাও এক বৃহৎ সমস্যা। একটি Index book তৈয়ার করিয়া Inductive process-এ ছকিবার চেষ্টা করিতেছি। চিন্তার ধারার সঙ্গে এই সকল আলোচনার কোন সম্বন্ধ আপাততঃ হয় না। কিন্তু এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও বহু পরিশ্রম করিয়াছি এবং করিয়া তত্ত্ববোধের দিক দিয়া সুফল ফলিতেছে বলিতে হইবে। যাহা পাইতেছি তাহা অখণ্ড সত্যের ব্যাপক রূপ। কোন কোন সিদ্ধান্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ উহারও যে মূল আছে তাহা বুঝা যায়।

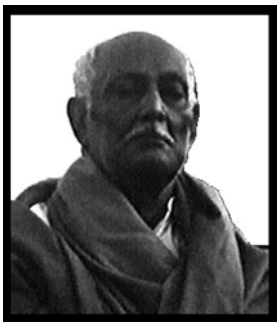
ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে আমরা সাধারণতঃ যেখান হইতে আরম্ভ করি তাহা অতিক্রম করিয়া বহুদূর যাইতে হয়, তবে মূলের সন্ধান পাওয়া যায়। লয় সম্বন্ধেও তাই। এসব বিষয় আলোচনা মুখে স্পষ্ট হইবে।

আপনাকে ১০৮ অথবা ১০৯ এর কথা পূর্বে বলিয়াছি বলিয়া মনে হয়। ইহার মধ্যে ১০০, ৮, ১ — এই প্রকার বিভাগ আছে। অন্তিম এক সংখ্যাটি পৃথক সংখ্যা নহে, উহা পূর্ণ অদ্বৈতের পূরক। সংখ্যা বস্তুতঃ ১০০ এবং ৮ — এই দুইটি series পূর্বে তোমাকে বলিয়াছিলাম — ১০০ পর্য্যন্ত কর্ম্ম — তারপর বোধ, জ্ঞান, ভাব, গুণ, মহাভাব, মহাজ্ঞান, মহাগুণ বা চিৎশক্তি মহামায়া ও ''চিদ্'' চিৎ না — এইগুলি ক্রমশঃ ১০১ হইতে ১০৮ রূপে পরিচিত। ১০০ টিকেও ভাগ করিয়া বুঝিতে হইবে ৫০+৫০। প্রথম পঞ্চাশের মধ্যে এক হইতে ৪৯ টি অণু, ৫০ টি পরমাণু পঞ্চাশের পরই অপার সাগর — যাহাকে মোহমায়া বলে। ইহা সংখ্যার অন্তর্গত নহে। তারপর আবার ১ হইতে ৪৯টি অণু, ৫০ টি অর্থাৎ ১০০ সংখ্যাটি পরমাণু। এইখানেও একটি অপার আছে যাহার নাম যোগনিদ্রা। প্রথম পঞ্চাশের অধিষ্ঠাত্রী 'যাসি কলরাচি'। যোগনিদ্রার পর বোধ হইতে ভাব পর্য্যন্ত যোগমায়ার প্রভাব তারপর গুণ হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত শুদ্ধ মায়ার খেলা। শুদ্ধ মায়া অতিক্রান্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাজ্ঞানের উদয় হয় — যাহার ফলে চরণ দর্শন হয়। চরণ প্রাপ্তিই বস্তুতঃ মহামায়া রূপে স্বরূপ স্থিতি। ইহা ১০৭। ইহার পর ''চিদ্'' — যাহাকে পুরুষোত্তম বলা যায় আবার বিশুদ্ধ গুরুও বলা যায়, এইখানেই সংখ্যা পূর্ণ হয়। কিন্তু বাবা বলেন — গুরু হইতেও শিষ্য শ্রেষ্ঠ — শিষ্য ১০৯। প্রথমে ইষ্ট, তারপর গুরু, তরপর স্বয়ং। একই দিব্য সভা — কিন্তু কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। এসব কথা পরে বলিব।

নামিবার ধারা ও উঠিবার ধারা — দুইটি ধরিয়াই তিনি আলোচনা করিতেছেন। কারণ সৃষ্টির ধারা না বুঝিলে সংহার বা ফিরিবার ধারা বুঝা যায় না।

পরম মূলের কথা ছাড়িয়া দিন। আপাততঃ জগতে যে সকল মনুষ্য বা নরাকার প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা মূলতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার যোগ্য— সাধক - যোগী ও সাধারণ নর। সাধারণ নর জন্মে এবং মরে, তারপর তাহাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাহাদের পুনর্জন্ম নাই। বাবা ''মৃত্যু'' শব্দটি ব্যবহার করেন না। কারণ তিনি বলেন, মৃত্যু বলিয়া কোন পদার্থ নাই। এই সকল নর পঞ্চাশের পরবর্ত্তী যে মহামায়া রূপ অপার আছে তাহাতে বোধহীন হইয়া লীন হইয়া যায়। এই সকল সাধারণ জীব আসে আর যায় কিন্তু যাওয়ার পর আর ফিরিয়া আসে না। মোহমায়াতে তাদের এমন কিছু সত্তা বাকী থাকে না যাহা ফিরিতে পারে। তাদের সমস্ত সত্তাটাই ভাঙ্গিয়া মিলিয়া যায়। যাহার ফিরিবার কথা সেই যদি না থাকিল তাহা হইলে ফিরিবে কে? সংসারের

অধিকাংশ লোক এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের একবার জন্ম, একবার মৃত্যু। তারপর সব শেষ। কিন্তু যাহারা সাধক তাহারা মোহ মায়ার ''অপার'' ভেদ করিয়াও বর্ত্তমান থাকে। সাধারণ নর জড় ভাবাপন্ন, সাধকে চৈতন্যাংশের বিকাশ থাকে। সেইজন্য উভয়ে এই প্রকার ফলগত ভেদ লক্ষিত হয়। সাধকের পক্ষে ৫১ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত একরূপেই প্রতীত হয়। সাধক ১০৪ এর উপরে উঠিতে পারে না। তাহার পঞ্চমে স্থিতি। — ১০০=১; ১০১=২; ১০২=৩; ১০৩=৪; ১০ ইহাই চিদাকাশে স্থিতি। যোগী ভিন্ন ১০৪ ভেদ করিয়া উঠার সাধ্য কাহারও নাই। যোগীর ক্রম ভিন্ন। যোগীকে মোহমায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্তরে স্তরে আসীন হইতে হয়। মাকড়সা যেমন জাল রচনা করে যোগীও তেমনি জাল রচনা করিতে থাকেন। ৫১-৯৯ এই ৪৯ টি অণু জাল নির্মাণের ৪৯ টি ক্রমবদ্ধ দশা। জাল রচনা করিয়া স্বরচিত জালে যোগী বদ্ধ হন। তখন যোগনিদ্রা তাহাকে স্পর্শ করেন। যোগী পরমাণুরূপী হইয়া যোগনিদ্রার সঙ্গে অভেদ প্রাপ্ত হয়েন। জাল ফাটিয়া যায়। যোগী জাল মুক্ত হন বটে, কিন্তু নিদ্রাচ্ছন্ন হন। তবে নিদ্রাসত্ত্বেও তাহার যোগ প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার ফলে নিদ্রাভঙ্গরূপ বোধের উদয় হয়। তারপর বহু অবস্থা আছে যাহার বিবরণ আপাততঃ দিলাম না।

এই যে ১০০, ইহার মধ্যে ১ ও ১০০ একই সত্তা। একই শত হয়, তখন আবর্ত্তন পূর্ণ হয়। আবর্ত্তন পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে এক নিজেকেই ফিরিয়া পান। ইহাই অসীমের ঘর। কর্ম এখানে না আসিলে পূর্ণ হয় না।। কর্ম পূর্ণ না হইলে বোধের উদয় হইতে পারে না। একটি বৃত্তের পরিধির বা মণ্ডল রেখার যে কোন বিন্দুকে এক মনে করিলে আবর্ত্তনের পূর্ণতার ফলে ঐখানে আসিয়াই ১০০ সংখ্যা পূর্ণ হয়। ১ ও ১০০ কে দুইটি পৃথক বিন্দু মানিলে মাঝে ফাঁক স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে যোগ পূর্ণ হয় না। মণ্ডল রচনাও অসম্পূর্ণ থাকে। এইজন্য যাহা আদি, তাহাই অন্ত। একে আরম্ভ, অনন্তে (অর্থাৎ ১০০ তে) পর্য্যবসান। বস্তুতঃ যিনি এক তিনিই অনন্ত। সীমাবদ্ধ কর্ম অসীমে গেলেই এই অখণ্ডের আভাস জাগে। তখন বোধের আবির্ভাব হয়। বোধ বলিতে একটি মহাসত্তার আভাস চৈতন্য মাত্র প্রকট, ইহাই বুঝিতে হইবে। ছেলেপেলেরা লুকোচুরি খেলে — গুপ্ত ও অজ্ঞাত জ্ঞান হইতে একটি ছেলে টু শব্দ করে, শব্দ ধরিয়া অন্য ছেলে তাহাকে অন্বেষণ করিতে বাহির হয়। এই অন্বেষণ করাটিই জ্ঞান। বোধটি নাদরূপী মহানন্দরূপে ১০৮ এ গুরুস্বরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হন।

সাধারণ নর যোগনিদ্রা হইতে আসে মোহমায়াতে বিলীন হয়। সাধক ভাব হইতে আসে গুণে যাইয়া স্থিতিলাভ করে। ইহাই চিদাকাশে অবস্থান। যোগী অভাব হইতে আসে, স্বভাবে স্থিতিলাভ করে। যোগী ভিন্ন ১০৫ হইতে ১০৯ পর্য্যন্ত ভূমিলাভ কাহারো হয় না — অর্থাৎ প্রয়াণ। বস্তুতঃ ১০৪ ও ১০৮ একই অবস্থা। অথচ উভয়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। শ্রীশ্রীগুরুদেব দেহরক্ষার পূর্ব পর্য্যন্ত ১০৮ এ পূর্ণভাবে ছিলেন। তিরোধানের সময় ১০৯ এ প্রতিষ্ঠিত হয়েন। দেহে অবস্থান কালে এক ঘন্টার জন্যও যদি ১০৯ এ অবস্থান করিতে পারিতেন তাহা হইলে সমগ্র জগতে অভাবনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইত। এই জগতের মধ্যে সৃষ্টির পর এখন পর্য্যন্ত কেহই স্থূলদেহে থাকিয়া ১০৯ অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই। একজন যোগীও যদি এই অবস্থা স্থূলদেহে লাভ করেন তাহা হইলে উহাতে সমগ্র জগতের পরিবর্তন হইবে। ইহাই প্রকৃত জগতের কল্যাণ। এখন গুরুদেব তাহাই চান। যাহা তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই তাহাই ফুটাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার মহান উদ্দেশ্য। ১০৮ পর্য্যন্ত অর্থাৎ পুরুষোত্তম বা পরম পুরুষ পর্য্যন্ত লাভ হইলেও তাঁহার তৃপ্তি নাই। কারণ, তাহাতে মুখ্য স্বাতন্ত্র্যের স্ফুরণ হয় না বলিয়া আত্মকল্যাণে জগৎকল্যাণ ঠিকমত করা যায় না। ১০৯ হওয়া চাই। ঊর্দ্ধলোকে যাইয়া ১০৯ হইলে জগতের কোন ফল হয় না জগতে যাহা প্রয়োজন তাহাই হওয়া আবশ্যক। কথার্থ — শ্রীঅরবিন্দের Descent of the Supramental-এর অনুরূপ।

চিদাকাশ হইতে অমৃতময়ী চিদ্‌রশ্মিমালা অবিচ্ছিন্ন ধারাতে পতিত হইতেছে। এই সকল কলা কালরাত্রি অথবা কালপুরুষ ধারণ করেন। কালের দেহ ঐ সকল কলায় আপূরিত হয়। তারপর কাল হইতে ঐগুলি রেণুরূপে ঝরিতে থাকে। ইহাই জীবাণু। কালের অর্থাৎ নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অংশ হইতে যে সকল জীবাণু অবতীর্ণ হয় তাহরা সাধক হয়। সম্মুখভাগের নিম্নাংশ হইতে অর্থাৎ নাভি হইতে পাদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত অংশ হইতে যোগীর রেণু নামিয়া আসে। চরণ শ্রেষ্ঠ, মস্তক নিকৃষ্ট।

কালরাত্রি হইতে সকল রেণুই যোগনিদ্রাতে পতিত হয়। পরে সেখান হইতে শতের আবর্ত্তে পড়ে।

বহু কথা বলিবার আছে। ক্রমশঃ বলিতে ইচ্ছা করি। আজ এইখানেই শেষ করি। শীঘ্র উত্তর দিবেন। সিদ্ধিমার

সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতেছি। তাঁহার শিষ্য তরুদিদিও গতবৎসর যখন শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন, তখন তরুদিদির মুখ দিয়া তাঁহার অজস্র বাণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সাধন জীবনের বিবরণই তন্মধ্যে প্রধান। অনেক ভাল ভাল কথা তাহার মধ্যে আছে, এরূপ শুনিলাম। বাণীগুলি এখন উপেন্দ্রবাবু নামক একটি ভদ্রলোকের নিকট আগ্রাতে আছে শীঘ্রই কাশীতে পাওয়া যাইবে। তখন আপনাকে জানাইব।

.....বসুর আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ বোধহয় আপনি পাইয়াছেন। ইতি-

আপনার স্নেহার্থী
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

(ঁশ্রীশ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্তের নাতজামাই
শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের
সৌজন্যে সংগৃহীত পত্রাবলী)